

সরল-সঠিক পথ একটাই

জেনে রাখুন! (আল্লাহ ﷻ আপনাকে রাহ্ম করুন) আপনার জন্য ইছলামের মহান নি‘মাত লাভের নিশ্চয়তা প্রদানকারী পথ হচ্ছে মাত্র একটি, একাধিক নয়। কেননা আল্লাহ একটিমাত্র দলের জন্যই সফলতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.^১

অর্থাৎ- তারাই হচ্ছে আল্লাহর দল, আর নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।^২

আল্লাহ এই একটি মাত্র দলের জন্যই বিজয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:-

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.^৩

অর্থাৎ- আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাছুল এবং মু‘মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর দল বিজয়ী।^৪

আপনি যতই খুঁজেন না কেন, ক্বোরআন ও ছুন্নাহতে এমন কিছুই পাবেন না, যা মুছলিম উম্মাহকে বিভিন্ন ফিরক্বাহ ও দলে বিভক্ত হওয়া বা বিভক্ত করার অনুমতি দান করে। মোটকথা, মুছলিম উম্মাহকে বিভিন্ন ফিরক্বাহ বা দলে বিভক্ত করণের অনুমতি প্রদানমূলক কোন বক্তব্য বা প্রমাণ ক্বোরআন ও ছুন্নাহর কোথাও নেই।

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.^৫

অর্থাৎ- তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।^৬

১. سورة المجادلة- ২২.

২. ছুরা আল মুজাদালাহ- ২২

৩. سورة المائدة- ৫৬.

৪. ছুরা আল মা-য়িদাহ- ৫৬

৫. سورة الروم- ৩১-৩২.

৬. ছুরা আররুম- ৩১-৩২

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ﷻ, যিনি বিভক্তি অবলম্বনকে মুছলিম উম্মাহর জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং স্বীয় নাবীকে (ﷺ) এ থেকে (বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন থেকে) বিমুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন, তিনি কি করে মুছলিম জাতিকে বিভক্তি অবলম্বনের অনুমতি দিতে পারেন? এটা কল্পনাভীত ব্যাপার।

মুছলিম উম্মাহকে বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক ও সাবধান করে দিয়ে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.^৭

অর্থাৎ- নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহর নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন সে সম্পর্কে যা কিছু তারা করেছে।^৮

মু‘আওয়িয়াহ ইবনু আবী ছুফইয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- সত্যিই আল্লাহর রাছূল (ﷺ) একদা আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন:-

أَلَا إِنَّ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اقْتَرَفُوا عَلَى ثَنَيْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِثْلَةَ سَنَقْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثَنَيْنَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.^৯

অর্থ- জেনে রেখো! নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবগণ বাহান্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর অচিরেই এই ধর্মের (ইছলামের) অনুসারীরা তেয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে বাহান্তর দলই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং একটিমাত্র দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সেই (মুক্তিপ্রাপ্ত) দলটি হচ্ছে একটি বিশেষ জামা‘আত’।^{১০}

আল আমীর আশ্শাম‘আনী (রাঃ) বলেছেন:- উল্লেখিত হাদীছে যে সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে ধ্বংসশীলদের পূর্ণ সংখ্যার বিবরণ দেয়া হয়নি। বরং এর দ্বারা একটি মাত্র সত্য-সঠিক পথের তুলনায় ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত পথের সংখ্যাধিক্যতা এবং এর শাখা-প্রশাখার ব্যাপক বিস্তৃতির কথাই বুঝানো হয়েছে।

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

৭. سورة الأنعام - ১০৭

৮. ছুরা আল-আন‘আম- ১৫৯

৯. رواه أحمد و أبو داود

১০. মুছনাদে ইমাম আহমাদ ও ছুনানু আবী দাউদ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ১১

অর্থাৎ- এই হলো আমার সঠিক-সরল পথ, তোমরা এটাকে অনুসরণ করো, এবং তোমরা অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, নতুবা সে পথগুলো তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।^{১২}

ক্বোরআনে কারীমের এই আয়াতকে সামনে রেখে মুফাছ্ছিরগণ উল্লেখিত হাদীছের এ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন।

মূলতঃ এ হাদীছে রাছুল ﷺ একথাই বলেছেন যে, নিষিদ্ধ ও ভ্রান্ত পথ এবং সে সব বাতিল পথের অনুসারী অসংখ্য। পক্ষান্তরে সত্য-সঠিক পথ হলো মাত্র একটি। এই একটিমাত্র পথের অনুসারী; হিদায়াত প্রাপ্ত দলও মাত্র একটি, একাধিক নয়।

উপরোক্ত হাদীছে রাছুলুল্লাহ ﷺ বাতিলপন্থি, পথভ্রষ্ট দল সমূহের সংখ্যাধিক্যের একটি সামষ্টিক বর্ণনা দিয়েছেন মাত্র। এখানে সুনির্ধারিতভাবে তাদের দলের সংখ্যা বর্ণনা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।^{১৩}

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ’উদ র‍াদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

خَطُّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطًّا ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ» ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ» ثُمَّ ثَلَا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ১৪

অর্থ- একদিন রাছুল ﷺ আমাদের সামনে একটি রেখা টানলেন, অতঃপর তিনি বললেন:- এটা হলো আল্লাহর পথ। তারপর তিনি ঐ রেখাটির ডানে এবং বামে আরো কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, এগুলো হলো এমন কতক পথ যেগুলোর প্রত্যেকটির দিকে শায়তান (মানুষকে) আহবান করছে। অতঃপর রাছুল ﷺ (ছুরা আল আন‘আমের এ আয়াতটি) তিলাওয়াত করলেন-

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.

(অর্থাৎ- এই হচ্ছে আমার সরল-সঠিক পথ, সুতরাং তোমরা একে অনুসরণ করো এবং তোমরা অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, নতুবা তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।)^{১৫}

১১. سورة الأنعام - ১০৩

১২. ছুরা আল আন‘আম- ১৫৩

১৩. দেখুন! ইফতিরাক্বোল উম্মাহ ইলা নীফ ওয়া হাব‘য়ীনা ফিরক্বাহ, পৃষ্ঠা নং- ৬৭-৬৮

১৪. سنن الدارمي, مستدرک حاكم

১৫. ছুনায়ে দারিমী, মুহতাদরাকে হাকিম

সুতরাং এ হাদীছটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, সত্য-সঠিক; আল্লাহর পথ হলো মাত্র একটি।

‘আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়াহ رحمہ اللہ বলেছেন:- “যে পথটি মানুষকে আল্লাহর (ﷻ) দিকে নিয়ে যায় সেটি হচ্ছে একটি মাত্র পথ, আর মানবজাতিকে এ পথ প্রদর্শনের জন্যই আল্লাহ ﷻ নাবী-রাছূলগণকে ﷺ পাঠিয়েছেন এবং আহমাদী কিতাব সমূহ নাযিল করেছেন। এই পথ ব্যতীত অন্য কোন পথই মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যেতে পারবে না। এই পথটি ছাড়া অন্য কোন পথ বা দরজা দিয়ে যদি কেউ আল্লাহকে পেতে চায়; আল্লাহর দিকে যেতে চায়, তাহলে তা কখনো সম্ভবপর হবে না। কেননা আল্লাহর দিকে যাওয়ার, আল্লাহকে পাওয়ার পথ মাত্র একটি। এই একটি মাত্র পথ ব্যতীত অন্য সব পথকে ইছলাম বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত ঘোষণা করেছে।^{১৬}

যে ব্যক্তি আল্লাহর (ﷻ) নির্দেশিত সরল-সঠিক এই একটি মাত্র পথের উপর অটল ও অবিচল থাকবে না, সে সর্বদা সন্দেহ-সংশয় এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে নিপতিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশিত এই পথ ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন করবে, সে একা হয়ে যাওয়ার ভয়ে বিভিন্ন পথদ্রষ্ট দলের অনুসরণ করবে। সে গন্তব্যে পৌঁছার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে, কিন্তু অবশেষে সে তার এই গন্তব্যহীন পথের দূরত্ব দেখে ভীত-শঙ্কিত হয়ে (মধ্যপথে) থেমে যাবে।

‘আল্লামা ইবনুল কায়্যিম رحمہ اللہ বলেছেন:- যে ব্যক্তি তার যাত্রাপথকে দীর্ঘায়িত করবে, তার চলার গতি মন্হুর হয়ে পড়বে।^{১৭}

সরল-সঠিক পথপ্রাপ্তির জন্য আল্লাহর (ﷻ) সাহায্য আমাদের একান্ত কাম্য।

১৬. আত্‌তাফহীরুল কায়্যিম, পৃষ্ঠা নং- ১৪-১৫

১৭. আল ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা নং- ৯০